ন্যায্য খাদ্য কর্মসূচি

কয়েক প্রজন্ম ধরে মার্কিন শ্রমবাজারে খামার শ্রমিকরা বিভিন্ন মাত্রার দারিদ্র্য ও একইসাথে নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। নথিভুক্ত কর্মক্ষেত্রে ঘটা ঘটনাগুলোর মধ্যে রয়েছে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, বৈষম্য, অধিক ও স্বল্পমাত্রার আঘাত। ন্যূনতম মজুরি আইন ব্যাপকভাবে লঙ্ঘন করে খামার শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে।

কিছুক্ষেত্রে খামার শ্রমিকদের জোরপূর্বক শ্রম দিতে বাধ্য করা হয়েছে। এসবক্ষেত্রে, শ্রমিকদের তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটকে রেখে, হুমকি দিয়ে বা সহিংস উপায়ে যৎসামান্য বা বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম দিতে বাধ্য করা হয়। বিগত দুইদশক ধরে মার্কিন বিচারবিভাগ সফলতার সাথে এধরনের বেশকিছু ঘটনার বিচার করেছে। কিছুক্ষেত্রে শতাধিক শ্রমিক এসব ঘটনার ভুক্তভোগী হন। ফ্লোরিডা ভিত্তিক খামার শ্রমিকদের সংগঠন 'দ্য কোয়ালিশন অব ইমিওকলি ওয়ার্কার্স'(সিআইডব্লিউ) ১৯৯৭ সাল থেকে এধরনের ৯টি ঘটনায় ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ায় কাজ করেছে।

ভোক্তারা যে খাদ্য খাচ্ছে তার পেছনের শোষণের গল্পটি তাদের জানানোর জন্য ২০০১ সালে সিআইডব্লিউ 'ন্যায্য খাদ্য' নামে একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রচারণা শুরু করে। কয়েকশো বিলিয়ন ডলারের খাদ্য ব্যবসায়ীদের পায়ের নিচে থাকা শোচনীয় খামারগুলোর কাজের পরিবেশ যে খামার শ্রমিকদের দরিদ্রতা ও নির্যাতনের জন্য দায়ী, বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার মূল খুঁজে বের করাই ছিল এই প্রচারণার প্রচেষ্টা।

বিশ্লেষণে দেখা যায়, খুচরা খাদ্যব্যবসায়ীদের বিপুল ক্রয়ক্ষমতা থাকায় তারা খাদ্যমূল্য সহজেই কমিয়ে ফেলার সুবিধা পায়। আর খাদ্যমূল্য কমে যাওয়ার কারণে খামার শ্রমিকদের মজুরি ও খামারের কাজের পরিবেশের জন্য যৎসামান্য বরাদ্দ থাকে। প্রচারণার মাধ্যমে খামারশ্রমিক ও ভোক্তারা একটি জোট গঠন করে। খুচরা খাদ্য প্রতিষ্ঠানগুলো এতে উৎসাহী হয়ে তাদের বিশাল ক্রয়ক্ষমতার সুবিধা নেয়া বন্ধ করে যেসমস্ত সরবরাহকারী মৌলিক মানবাধিকারের মান বজায় রাখবে, শুধুমাত্র তাদের পণ্য ক্রয় করতে এবং খামার শ্রমিকদের পতনশীল আয়ের উন্নতিতে সহায়তা করার জন্য একটি ছোট প্রিমিয়াম প্রদানে রাজি হয়। জোটটি বিশ্বের বৃহৎ ১২টিরও বেশি খাদ্য প্রতিষ্ঠানের সাথে ন্যায্য খাদ্য চুক্তি করে।

ফলস্বরূপ, ২০১৩ সালে ন্যায্য খাদ্য কর্মসূচি (এফএফপি) নামে ফ্লোরিডার ৬৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের টমেটো শিল্পে, ৩০হাজার একর জায়গাজুড়ে, প্রথমবারের মতো ব্যাপক ও সম্পূর্ণরূপে কার্যকর, শ্রমিকদের দ্বারা পরিচালিত সামাজিক দায়বদ্ধতার একটি দৃষ্টান্ত উন্মোচিত হয়। ঝুঁকি হ্রাস করা, সরবরাহ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনয়ন, শ্রমিকদের অধিকার যাচাই করা ও বাজার ব্যবস্থাকে অধিকার সুনিশ্চিত করতে বাধ্য করার জন্য পথ নির্দেশক সহযোগিতা প্রদান করে এফএফপি। খুচরো খাদ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে স্বল্প পরিমাণের টাকা নিয়ে এফএফপি খামার শ্রমিকদের দরিদ্রতা নিরসনে সাহায্য করে। শুধুমাত্র ন্যায্য খাদ্য আচরণবিধি মেনে চলা উৎপাদনকারীদের কাছ থেকেই টমেটো কিনতে অংশগ্রহণকারী ক্রেতাদের ক্রয় করতে আগ্রহী করে তোলার মাধ্যমে এফএফপি খুচরা বিক্রেতাদের অপরিমেয় ক্রয় ক্ষমতাকে বর্ম বানিয়ে আজ মার্কিন কৃষিখাতে সবচেয়ে প্রগতিশীল শ্রম মান প্রয়োগ করতে বাধ্য করেছে।

এফএফপি'র এই সাফল্যের ফলে এর কার্যক্রম বিস্তৃত হয় জর্জিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ক্যারোলিনা, ভার্জিনিয়া, মেরিল্যান্ড ও নিউজার্সির বেশকিছু বৃহৎ টমেটো খামারে। এছাড়াও, ফ্লোরিডার সবুজ মরিচ ও স্ট্রবেরির খামারগুলোতেও। কার্যক্রমটি টেক্সাসের সিট্রাস ও তরমুজ খামার, অন্যান্য ফসলের খামার ও যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য প্রদেশে সম্প্রসারণের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। সর্বশেষে, কার্যক্রমটি একটি ভোক্তামুখী ন্যায্য খাদ্য লেবেল চালু করেছে যা নৈতিকতার সাথে উৎপাদিত পণ্যের প্রতি ভোক্তার চাহিদাকে বেঁধে রাখবে। একইসাথে, উৎপাদক ও খুচরা বিক্রেতাদের জন্য বাড়তি মূল্য তৈরি করবে।

ন্যায্য খাদ্য নীতিমালার আওতায় শ্রমিকরা একটি যাচাইযোগ্য সময় গণনা পদ্ধতি ব্যবহার করে।

বিশেষত, এফএফপি'র অধীনে, উৎপাদনকারীরা যেসব বিষয়ে সম্মত হয়েছে:

- উৎপাদিত পণ্য খুচরা বিক্রেতাদের কাছে বিক্রি করার একটি অংশ বোনাস হিসেবে শ্রমিকদের মাঝে বণ্টন (বোনাসের পরিমাণ সাধারণত পাউন্ড প্রতি ১ সেন্ট হিসেবে বিবেচিত হয়। যদিও ফসলের ভিন্নতার ওপর পরিমাণ পরিবর্তিত হয়)
- জোরপূর্বক শ্রম, শিশুশ্রম, সহিংসতা ও যৌন হয়রানির বিষয়ে জিরো টলারেন্সসহ শ্রমিকদের খসড়াকৃত মানবাধিকার ভিত্তিক ন্যায্য খাদ্য নীতিমালা অনুসরণ করা।
- সিআইডব্লিউ কর্তৃক খামার ও প্রতিষ্ঠানগুলোতে শ্রমিকদের বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেন তারা কর্মসূচির আওতায় তাদের নতুন অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে।
- কোনো শ্রমিকের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্ত, সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনা, প্রয়োজন হলে উক্ত খামারের অংশগ্রহণকারী উৎপাদকের মর্যাদা স্থগিত করা এবং এভাবে অংশগ্রহণকারী ক্রেতার কাছে তার বিক্রয়ের ক্ষমতাও স্থগিত করা।
- প্রতিটি খামারের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কমিটি একটি নিরাপদ, আরও মানবিক কাজের পরিবেশ সৃষ্টিতে শ্রমিকদের গঠনমূলক নির্দেশনা প্রদান করবে।
- ফসল তোলার ঝুড়িতে অতিরিক্ত ফসল তোলানোর বহু পুরোনো চর্চা বন্ধ করাসহ শ্রমিকের উন্নত মজুরি ও কাজের পরিবেশে বাধার সৃষ্টি করে, ফসল তোলার প্রক্রিয়ায় এমন সকল কর্মকা-ের আমূল পরিবর্তন আনা (১০ শতাংশ টমেটো উত্তোলনের জন্য শ্রমিককে কোনো মজুরি না দেওয়ার মতো প্রথা)। মাঠে ছাউনি রাখার ব্যবস্থা এবং অতিরিক্ত কাজের জন্য সঠিকভাবে সময়ের হিসাব রাখতে ঘড়ির ব্যবহার।
- কর্মসূচির প্রতিটি বিষয়বস্তু অংশগ্রহণকারী উৎপাদকরা মেনে চলছে কিনা তা নিশ্চিত করতে ন্যায্য খাদ্য স্ট্যান্ডার্ড কাউন্সিল কর্তৃক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষার ব্যবস্থা।

ন্যায্য খাদ্য কর্মসূচির আওতাধীন খামারগুলিতে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এসেছে যা মানবাধিকার পর্যবেক্ষক অঙ্গনে ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বিচারবিভাগ, শ্রম ও স্টেট বিভাগ; ইইওসি, জাতিসংঘের ব্যবসায় ও মানবাধিকার ওয়ার্কিং গ্রুপ। এছাড়াও রয়েছে ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট ফাউন্ডেশন থেকে জেমস বিয়ার্ড ফাউন্ডেশনের মতো অসংখ্য বেসরকারি সংস্থা। নিউইয়র্ক টাইমসে এই কর্মসূচিকে যুক্তরাষ্ট্রের 'সেরা কর্মস্থল-পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি' হিসেবে অভিহিত করা হয়। এছাড়া হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউ'র 'গত শতাব্দীতে সমাজে প্রভাব ফেলা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা' এর মধ্যে ১৫তম অবস্থানে স্থান পায়। ২০১৫ সালে সিআইডাব্লিউ'র কর্মসূচি 'মানবপাচার রোধে অসাধারণ কার্যকারিতা' দেখানোয় প্রেসিডেনশিয়াল পদক পায়। সম্প্রতি, জাতিসংঘের মানবপাচার বিষয়ক বিশেষদূত, এফএফপি আধুনিক সময়ের দাসত্বের বিরুদ্ধে লড়াইকে 'আন্তর্জাতিক উচ্চতায়' নিয়েছে বলে উল্লেখ করেন। ২০১৭ সালে সিআইডাব্লিউ'কে ম্যাকআর্থার 'প্রতিভা' অনুদান পুরস্কারে ভূষিত করার সময়ে ম্যাকআর্থার ফাউন্ডেশন এফএফপি'কে 'বৈশ্বিক পণ্য সরবরাহ প্রক্রিয়ায় কর্মস্থলের পরিবেশ বদলে দেওয়ার সম্ভবনাময় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কৌশল' হিসেবে অভিহিত করে।